আতাফল

মাসুদ খান

এই সেই ফল
সেই মিরাকল
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু ছায়াচ্ছন্ন দেশে দেশে।
দেখতে যেন-বা এক সবুজ গ্রেনেড
আবার কিছুটা বটে হৃৎপিণ্ডের মতো—
অভ্যন্তরে বারুদের তোলপাড়-করা ঘ্রাণ, আর
সুস্বাদ! অচিন্তনীয়।

শৈশবে যেখানে থাকতাম, নিকটেই ছিল এক পরিত্যক্ত ভিটাবাড়ি।
প্রাচীন উদ্ভিদ আর লতাগুল্মে ভরা। একদিন গোধূলিবেলায়, পিতামহ,
ঘুম থেকে সহসাই জেগে উঠে, অনেকটা রহস্যের নায়কের মতো
গেলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভিটায়। হাওয়ায় আন্দোলিত পোড়ো ভিটা।
বহু গাছগাছালির মধ্য থেকে গোপনে একটি গাছকে দেখালেন।
সাধারণ একটি গাছ। কিছু ফল ঝুলে আছে তাতে।
দেখতে অনেকটা গ্রেনেডের মতো। মেওয়াফল। আতা-মেওয়া।
পিতামহ বললেন—এগুলা বেহেশতের ফল। একমাত্র স্বর্গজাত ফল
যার নমুনা দেখানো হয়েছে দুনিয়ায়। চুপচাপ দেখে নে। বলামাত্র
আমার এবং পিতামহের সর্বাঙ্গ হাউই তুবড়ির মতো একসঙ্গে শিহরিত।

পিতামহের বিরল-বসন্ত-চিহ্নিত ফর্সা অবয়ব
আর লম্বা-লম্বা গোধূলিরঙের দাড়ি আমাকে, আমার শিহরনগুলোকে
আচ্ছাদিত করে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল একটানা প্রবল হাওয়ার ভেতর।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে পরিষ্কার হারাবতী নদীর ওপার।
অস্তরেখা বরাবর ওই যে উঠছে জেগে সুদূর কদলীবন।
তারই ফাঁকে ফাঁকে একা-একা রূপকথা হয়ে ঘুরছে এক গেরিলা কিশোর
সহযোদ্ধারিক্ত, পরিবার-পরিজন থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন,
পাক খেয়ে খেয়ে শুধু হারিয়ে হারিয়ে
একেবারে একা হয়ে যাওয়া এক গেরিলা কিশোর—
ডান হাতে আতাফল, বাঁ-হাতে গ্রেনেড,
বাম কানে ছোট্ট রিং, কাঁধে কালাশনিকভ, গায়ে ইস্পাতরঙের
জ্যাকেট, গলায় বুলেটের মালা, মাঝখানে হৃৎপিণ্ড—
সব আলপিনে আলপিনে গাঁথা।
অস্তমাখা দূরের কদলীবনে ভিনদেশী গেরিলা কিশোর।
কথা বলে ঝটপট, অবিকল সন্ত্রাসের বাগ্‌বিধিতে।
অন্য কোনো ভাষা নেই, কোনো বিধি নেই বনভূমে ওই বাগ্‌বিধি ছাড়া।
আর সন্ত্রাসের বিপরীতে মুহুর্মুহু অপরূপ সন্ত্রাস...
প্রতিটি সন্ত্রাস প্রণয়নশেষে, বারবার, আঁজলা ভরে জল খায়
আর পাক খেয়ে খেয়ে হারিয়ে হারিয়ে
একদম একা হয়ে যায় এই গেরিলা কিশোর,
সন্ত্রাসশিল্পের রচয়িতা।

আর এই সেই ফল
সেই মিরাকল
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু ছায়াচ্ছন্ন দেশে দেশে
অস্তমাখা কাতর গ্রেনেডফল। অভ্যন্তরে বারুদের মৌ-মৌ ঘ্রাণ, আর
সুস্বাদ! অচিন্তনীয়।

পক্ষান্তরে, গ্রেনেড—অপূর্ব এক ইহফল।
গ্রেনেড—কিছুটা উগ্র কিন্তু চমৎকার এক ইহফল।
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু রৌদ্রোজ্জ্বল দেশে দেশে।
অভ্যন্তরে কোনো এক দুর্লভ ফলের মাতাল-করা ঘ্রাণ।

বিদেশী অরণ্য আজ আতায় গ্রেনেডে তোলপাড় এই গোধূলিবেলায়।

ভিনদেশী গেরিলা কিশোর
তার ডান হাতে আতাফল, বাঁ-হাতে গ্রেনেড এবং
মাঝখানে হৃৎপিণ্ড—এভাবে ভারসাম্য রেখে রেখে
টালমাটাল পায়ে স্বর্গসড়কের সেই মহাবিপদ্‌জনক সাঁকো
পার হয়ে সর্বাগ্রে, দুর্লভতর এক ইহফলের স্মারকবার্তা নিয়ে
স্বর্গদ্বারে করাঘাত...
অনেক পেছনে পড়ে থাকে পুণ্য যাত্রীদল।
তারা আতঙ্কজনকভাবে পেছনে।

আর এই সেই ফল
সেই মিরাকল
রূপকের মতো ঝুলে আছে পৃথিবীর বহু রৌদ্রচ্ছায়াময় দেশে দেশে।